হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ

অপ্রিয় সত্য অনেকেরই গায়ে লাগবে

দেশে সন্ত্রাস পরিস্থিতি নিয়ে একটা কিছু লেখার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। কেন সন্ত্রাস, কীভাবে সন্ত্রাসের বিস্তার, কারা দায়ী কিংবা সন্ত্রাস দমনের উপায় কি– ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমার অভিমত তুলে ধরার ইচ্ছা ছিল। রাজনৈতিক ব্যস্ততার কারণে ব্যক্তিগত অনেক কাজ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পিছিয়ে যায়। তিন দিনের সফরে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। ৫ সেপ্টেম্বর '০৪ রোববার সকালে রংপুর যাত্রার আগে আমি দৈনিক যুগান্তর পড়ছিলাম। দেখলাম শ্রী নির্মল সেন 'আমি মিথ্যাচারীর জবাব দেই না' শিরোনামের একটি নিবন্ধ লিখেছেন। বিষয়টি হল যুগান্তরে আমার লেখা 'প্রদেশ : অন্ধকারে আলোর দিশারী' শিরোনামের লেখার দু'টি প্রসঙ্গের জবাব। তার লেখার শেষে দু'টি প্রশ্ন রয়েছে– 'কোনটি ঠিক? এরশাদ সাহেব বলবেন কী'।

এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব, বলতে চাই এবং সত্যকে পুনরুল্লেখ করতে চাই।

ভেবেছিলাম রাজনৈতিক কর্মসূচি শেষে সন্ত্রাস প্রসঙ্গে কিছু কথা লিখব। লেখা দরকার। কারণ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমি সর্বাত্মক সংগ্রামের ঘোষণা দিয়েছি। সুতরাং কিভাবে সন্ত্রাস দমন সম্ভব তা বলা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে সেনবাবুর লেখায় আমার প্রসঙ্গে যে বক্তব্য এসেছে তার জবাব দেয়াটা জরুরি হয়ে গেল। তিনি লিখতে গিয়ে আমার প্রতি যেসব শব্দ প্রয়োগ করেছেন– তাতে তার বক্তব্যের জবাব দিতে আমার রুচিতেও বাধে। তবুও লেখাটা প্রয়োজন মনে করছি কারণ, তিনি সরাসরি আমাকে 'মিথ্যাবাদী' বলে অভিযুক্ত করেছেন। তিনি আগের লেখাতেও অনেক অবান্তর ও কুরুচিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করে আমাকে আঘাত করেছেন। আমি সেসব বক্তব্যের জবাব দিয়েছি, কিন্তু কোন অসম্মানমূলক বাক্য তার প্রতি উচ্চারণ করিনি। গত ২৭ আগস্ট যুগান্তরে আমার লেখাটি যারা পড়েছেন তারা নিশ্চয়ই সে বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন। শুধু নির্মল সেন কেন, কারও প্রতি অসম্মানজনক ভাষা প্রয়োগ করার শিক্ষা আমি বাল্যকাল থেকে কখনও পাইনি। ওসব আমার শিক্ষা ও নৈতিকতা বিরোধী কাজ। সে কারণে নির্মল বাবুর বিগত লেখায় তিনি আমাকে (অর্থাৎ প্রদেশ প্রস্তাব উত্থাপনকারী হিসেবে) 'আমেরিকার বিশ্বস্ত দালাল' অভিহিত করলেও আমি তাকে মিথ্যাচারী বলে গালাগাল করিনি। তাকে বলিনি– আপনি মিথ্যাবাদী, এই মিথ্যাচার কেন করলেন? আমার একটি সৎ চিন্তার ফসলকে বৈদেশিক ষড়যন্ত্র বলে অপপ্রচার চালিয়ে যে ক্ষতি তিনি করতে চেয়েছেন কী জবাব আছে তার। কী প্রমাণ আছে তার কাছে 'আমেরিকা তার বিশ্বস্ত দালালদের' দিয়ে বাংলাদেশে প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি উত্থাপন করেছে? এই প্রমাণ আপনি উপস্থাপন করবেন, আর তা না পারলে জাতির সামনে ক্ষমা চেয়ে নেবেন। বিরূপ সমালোচনাকে আমি সম্মান করি। তাই নির্মল বাবুকে সম্মান দিয়েই তার জবাব দিয়েছিলাম। এমআর আখতার মুকুল অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যাওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগেও আমার বিরুদ্ধে নিবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু তাতে আমি ক্ষুব্ধ হইনি। বরং হাসপাতালে তাকে দেখতে গিয়েছি। তার আশু রোগমুক্তি কামনা করেছি।

শ্রী সেন যে জানতে চেয়েছেন 'কোনটি ঠিক'– তার উত্তরে এক কথায় জানিয়ে রাখি, আগের লেখায় আমি যা বলেছি তার সবটাই ঠিক। যা বলেছি তা সত্য এবং ধ্রুব সত্য। পুলিশি কর্মকাণ্ডের ধারাগুলোর মধ্যে একটি প্রচলিত কথা আছে। যতই চতুর চোর হোক না কেন, চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাকে ধরার মতো কোন না কোন প্রমাণ সে রেখে যাবেই। মি. সেনও তেমন প্রমাণ রেখেছেন। দৈনিক বাংলায় চাকরির ব্যাপারে নির্মল সেন সম্পর্কে যা বলেছি সে প্রমাণ তো তার লেখার মধ্যেই রয়েছে। তিনি স্বীকার করে লিখেছেন, 'আমাদের অফিসে অর্থাৎ দৈনিক বাংলার সহকারী সম্পাদকদের কোন হাজিরা খাতা ছিল না। সহকারী সম্পাদকদের সম্পর্কে সম্পাদকের রিপোর্টই প্রথম এবং শেষ কথা।' বিজ্ঞ পাঠক মহলই বুঝবেন– তিনি একটি সরকার নিয়ন্ত্রিত অফিসে চাকরি করতেন, অথচ হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করতেন না, এমনকি তার কোন হাজিরা খাতাই ছিল না– এ কথায় কি আমার কথার সত্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে না? আমি কি বলেছিলাম? বলেছিলাম, 'সরকারি পত্রিকা দৈনিক বাংলায় চাকরি করতেন। অফিসে যেতেন মাসে একদিন। বেতন তুলতে একটা সই করতে হয় বলে।' তিনি কোন হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করতেন না, স্বাক্ষর করতেন শুধু মাসে একবার বেতন তুলতে। তাহলে আমার কথার মধ্যে কি মিথ্যা আছে? তাছাড়া তিনি যে অফিসে যেতেন না, সে কথাও তার লেখার মধ্যে উল্লেখ আছে। তবে তিনি বলেছেন– গোপন আস্তানা থেকে নিয়মিত লেখা পাঠাতেন। একজন সহকারী সম্পাদক কখন এলেন, কিংবা এলেন না, লেখা দিলেন কি দিলেন না– এসব তার রিপোর্টে থাকতে পারে, তাই বলে হাজিরা খাতায় সই হবে না, এটা কি মেনে নেয়ার মতো কথা?

এ প্রসঙ্গে এতক্ষণ যা কিছু বললাম তা মি. সেনের উদ্ধৃত বিষয় নিয়েই বলেছি। এবার আমার জানা কিছু কথা বলে রাখি। আমার ৯ বছরের শাসনামলে দৈনিক বাংলা পত্রিকাটি যথানিয়মে প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকায় কে কোন মতের সাংবাদিক ছিলেন, তা নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাইনি। কোন সাংবাদিককে দৈনিক বাংলা থেকে ছাঁটাই করিনি বা নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাউকে সেখানে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইনি। পত্রিকাটি চলেছে তার নিজস্ব নিয়মে। মত ও পথের কথা চিন্তা করলে তো নির্মল সেনের দৈনিক বাংলায় চাকরি থাকার কথা নয়। কিন্তু তিনি হাজিরা খাতায় সই না করলেও দৈনিক বাংলা থেকে বেতন তুলেছেন। দৈনিক বাংলা প্রচুর সরকারি বিজ্ঞাপন পেয়েছে। তারপরও প্রতি মাসে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে এই পত্রিকার প্রকাশনা টিকিয়ে রাখতে হয়েছে। এর জন্য অনেকবার আমার কাছে প্রস্তাব এসেছে– এই শ্বেতহস্তীটি পুষে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। আমাকে যারা পরামর্শ দিতেন তারা বলতেন– 'দৈনিক বাংলা লোকসান হওয়ার মতো পত্রিকা নয়। কিন্তু এখানে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি স্টাফ। তাদের অনেকেই নিয়মিত অফিসে আসেন না। আবার অনেক বিভাগ আছে যাদের কোন হাজিরা খাতা পর্যন্ত নেই। শুধু বেতন খাতায় নাম আছে। হয় এদের ছাঁটাই করে পত্রিকাটিকে লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে আসেন, তা না হলে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন।'– এ ধরনের পরামর্শ আমি সরাসরি নাকচ করে দিয়েছি। বলেছি– কোন সাংবাদিককে বেকার করা ঠিক হবে না। তাছাড়া দৈনিক বাংলা একটি ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা। যতই লোকসান হোক, এই পত্রিকা বন্ধ করা যাবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেই পত্রিকাটি আজ আর নেই। কেন বন্ধ হল তা নির্মল বাবুরাই ভাল বলতে পারবেন। আর পত্রিকাটি থাকলেও তিনি এখনও থাকতে পারতেন কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। আমি ক্ষমতায় থাকাকালে দৈনিক বাংলা সম্পর্কে যে রিপোর্ট পেতাম তার সত্যতা আবারও যাচাই করতে পারলাম মি. সেনের স্বীকারোক্তি থেকে যে, তিনি কোন হাজিরা খাতায় সই করতেন না।

দৈনিক বাংলায় নির্মল সেন প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা বলার জন্য তার লেখার শেষ অংশের উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে চাই। তিনি বলেছেন, 'আন্দোলনের সময় গোপন আস্তানা থেকে দৈনিক বাংলায় লেখা পাঠাতাম। সুতরাং আমি কোনদিন দৈনিক বাংলায় অনুপস্থিত থাকতাম না।' তিনি সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন, আবার সরকারের বিরুদ্ধেও আন্দোলন করতেন এবং সেজন্য তাকে আত্মগোপন করেও থাকতে হতো, তবে দৈনিক বাংলায় কোনদিন উপস্থিত থাকতেন না– এই হল নির্মল সেনের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ। এ ব্যাপারে আমার বেশি ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না– পাঠকই অনুধাবন করবেন আমার সরকারের এই সহনশীলতা ছিল বলেই নির্মল বাবু সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে রাজনীতি করতে পারতেন। এ ব্যাপারে এই ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, তখন তো দৈনিক বাংলায় সরকার বিরোধী কোন লেখা, নিবন্ধ বা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে পড়ে না। তাহলে নির্মল বাবু কী লিখতেন? সরকারের নীতি আদর্শ বিশ্বাস করতেন না, তাই সরকারের বিরুদ্ধে

আন্দোলন করতেন। কিন্তু যদি নিয়মিত লিখে থাকেন, তাহলে আবার লিখতেন সরকারের নীতি-আদর্শের পক্ষে। সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়ায় আপনি কোনটা বিশ্বাস করতেন? নিজের রাজনীতি নাকি নিজের লেখা? মেনে নিলাম তিনি গোপন আস্তানা থেকে নিয়মিত লেখা পাঠিয়ে দৈনিক বাংলায় হাজিরা দিতেন। বেতনটা তার কাছে হাজির হতো কীভাবে? একাউন্ট্যান্ট সাহেব কি বেতন দেয়ার জন্য খাতাপত্র চেক নিয়ে আপনার গোপন আস্তানায় হাজির হতেন? সেনবাবু বলেছেন– 'জবাব আমি দেই না।' কী জবাব দেবেন? সত্যের ভুল ব্যাখ্যা করতে পারবেন কিন্তু তা বদলাতে পারবেন না। অপ্রিয় সত্যের আঁচড় এমনিভাবেই জ্বালা দেয়। এরকম অপ্রিয় সত্য বললে অনেকেরই গায়ে লাগবে।

'... জবাব দেই না' শিরোনামের লেখার মধ্যে নির্মল বাবু বলেছেন যে, 'গণতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের সভাপতির উদ্ধৃতির আমি জবাব দিয়েছি তার লেখা হিসেবে উল্লেখ করে।' ওখানে কার উদ্ধৃতি ছিল সেকথা বিবেচনা করে জবাব দেয়া থেকে আমি বিরত থাকিনি। যেহেতু মি. সেনের লেখার মধ্যে তা উল্লেখ করা হয়েছে সেহেতু ওই অবান্তর কথার আমি উত্তর দিয়েছি। এখানে না বোঝার কিছুই ছিল না।

শ্রী নির্মল তার লেখার মধ্যে জনৈক কাজী এনামুল হককে রাজাকার পরিচয় দিয়ে একটি গল্পের বর্ণনা করেছেন। সে গল্প নিয়ে তিনি বলেছেন, 'বলুন তো হে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির– এ ঘটনাটি সত্য কিনা?' সে ঘটনা সম্পর্কে বলার আগে আমি একটা ছোট্ট কথা বলে রাখি। আপনি তো আমাকে শ্লেষাত্মক অর্থে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির বলেছেন– তাহলে তো আপনি আমার বিপরীতে কুখ্যাত কুরু বংশের দুর্যোধন– দুঃশাসনের ভূমিকায় আছেন। এরাই তো ছিল চক্রান্তের রাজনীতির প্রবক্তা। যা-ই হোক, মহাভারত নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। এনামুল হক নামের ব্যক্তির গল্পে যেতে চাই। আলোচনার জন্য পাঠকের সুবিধার্থে তার গল্পের সারকথা বলে নেয়া দরকার। ১৯৮৪ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি নাকি এই কাজী এনামুল হক সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে নির্মল সেনের কাছে গিয়েছিলাম এক কোটি টাকার বিনিময়ে তাকে নির্বাচনে যেতে রাজি করানোর জন্য। কিন্তু তিনি রাজি হননি। ওই সময়ে মেনন ফোন করে নাকি বলেছেন– দাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিডিআর ঢুকেছে। তখন দাদা ফোন রেখে এনামুল হককে বলেছেন– বিশ্ববিদ্যালয়ে বিডিআর ঢুকিয়ে আমাকে কিনতে এসেছ এক কোটি টাকা দিয়ে? এই হচ্ছে গল্পের সংক্ষিপ্ত রূপ। শ্রী সেনের বর্ণনা মতে, এই এনামুল হক একাত্তরে রাজাকার ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেন তাকে বাঁচিয়েছেন।

এই ঘটনা বা গল্পের সত্য-মিথ্যা নিয়ে কোন মন্তব্য করতে চাই না। কারণ গল্পের আলোচিত এনামুল চরিত্রের সঙ্গে আমার যেমন কোন কালেই পরিচয় বা জানা-শোনা ছিল না, তেমনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানোর জন্য দাম দিয়ে রাজনৈতিক নেতা কেনার কোন প্রক্রিয়া সম্পর্কেও আমার কিছু জানা নেই। তাই শ্রী সেনের গল্প সত্য কিনা তা তিনিই বলতে পারবেন। কারণ, এই গল্পের চরিত্র দু'টি। একটি রাজাকার এনামুল হক অপরজন স্বয়ং সেন। তবে বর্ণিত ঘটনার মধ্য থেকে আলোচনা করার মতো কিছু বিষয় বেরিয়ে এসেছে। আগেই বলেছি, নির্মল সেন দ্বিমুখী চরিত্রের লোক। তার আর একটি উদাহরণ আছে এই গল্প। তিনি এখন রাজাকারদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করে যাচ্ছেন। অথচ এই নির্মল সেন স্বাধীনতার পর এক রাজাকারকে বাঁচিয়েছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রাজাকারদের ভূমিকা সম্পর্কে চল্লিশোর্ধ্ব নাগরিকদের প্রচ্ছন্ন ধারণা আছে। তাদের একজনকে সেন বাবু বাঁচাতে গেলেন কেন। যুদ্ধের সময় কি রাজাকারদের সঙ্গে তার কোন রকম সম্পর্ক ছিল? কিসের বিনিময়ে তিনি একজন অপরাধীকে রক্ষা করলেন? অপরাধ করা আর অপরাধীকে প্রশ্রয় দেয়া তো সমান অপরাধ। যে রাজাকারকে তিনি বাঁচালেন সেই রাজাকারদের বিরুদ্ধে এখনই বা সোচ্চার কেন?

ঘটনার বর্ণনা অনুসারে নির্মল সেনের কাছে কথিত রাজাকার এনামুল হক এক কোটি টাকার বিনিময়ে তাকে কিনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানোর আলোচনাকালেই শেখ হাসিনার সঙ্গে নাকি দুই কোটি টাকার বিনিময়ে তাকেও নির্বাচনে নিয়ে আসার আলোচনা চলছিল। নাটকীয়ভাবে সেই সময়ে আবার নির্মল বাবুর ফোনেই এনামুল হকের কাছে খবর আসে ওই টাকায় রফা হয়নি বলে আলোচনা ভেঙে গেছে। সুতরাং নির্মল বাবু এখানে শেখ হাসিনাকেও জড়িত করেছেন। তিনিও তাহলে বলতে পারবেন এরকম কোন ঘটনা ঘটেছিল কিনা। সেনবাবু বলেছেন, আমি নাকি তাকে আজ থেকে প্রায় ২০ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৮৪ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি কিনতে চেয়েছিলাম। তিনি কি নিজেকে বিক্রির মতো প্রাণী মনে করেন? কোন মানুষকে কেনার মতো মানসিকতা অন্তত আমার মধ্যে নেই। আর তাছাড়া নির্মল সেনের রাজনীতি এমন দামীয় কিছু নয় যার মূল্য এক কোটি টাকা উঠতে পারে। ওই আবর্জনা-রাজনীতি পয়সা দিয়ে কেনার মতো হতে পারে না। এখানে কথা আরও আছে। এনামুল হক নামের ব্যক্তিটি নাকি সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে নির্মল সেনের কাছে গিয়েছিলেন। আমার সন্দেহ এখানেও আছে। সামরিক বাহিনীর কোন কাজের দরকার হলে সেই কাজ করানোর মতো লোক এই সংস্থার মধ্যে অনেক আছে। তার জন্য বাইরের কোন লোক (তাও নাকি আবার একজন রাজাকার) ভাড়া করার প্রয়োজন হয় না। আগেই বলেছি, কাজী এনামুল হক নামের চরিত্রের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় বা জানাশোনা কখনোই ছিল না। আমি যখন দল গঠন করি সেই দলেও কাজী এনামুল হক নামের কোন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

শ্রী সেনের বর্ণিত ঘটনার মধ্যে আর একটি তথ্য হল– ১৯৮৪ সালে আমি নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশে সুশৃংখল পরিস্থিতি ফিরিয়ে এনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আমি আবার ব্যারাকে ফিরে যেতে চেয়েছিলাম। তখন তো আমার কোন রাজনৈতিক দল ছিল না– আমার রাজনীতি করার কোন ইচ্ছাও ছিল না। সে সময় অর্থাৎ ১৯৮৪ সালে যদি রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে আসত তাহলে আমার ৯ বছর ক্ষমতায় থাকার প্রয়োজন হতো না। কারণ আমি রাজনৈতিক দল গঠন করেছি ১৯৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারি। সুতরাং আমার ক্ষমতায় থাকা কিংবা রাজনৈতিক দল গঠনের মাধ্যমে রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট হওয়া সে তো দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বেরই অবদান।

অতএব শ্রী নির্মল আপনি যা শুনতে চেয়েছেন– সংক্ষিপ্তভাবে আমি তা বলার চেষ্টা করলাম। যথার্থতা বিচার করবে এ দেশের জনগণ। কে নিন্দিত কে নন্দিত কে ঘৃণিত কে শ্রদ্ধেয় তা যাচাইয়ের জ্ঞান জনগণের আছে। একজন রাজনীতিক হিসেবে সে রায় আমি দিতে চাই না। কার সম্পর্কে কি বলা যায় সে ব্যাপারে নির্মল বাবুরই সচেতন হওয়া উচিত। আমি এদেশে ৯ বছর রাষ্ট্রপ্রধান ছিলাম। আমি ছিলাম দেশের সর্বাধিক সময় ৮ বছর সেনাবাহিনীর প্রধান। এখন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। ইচ্ছা করলে যে কোন নাগরিকই যখন-তখন রাজনীতি করতে পারেন। আর রাজনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের নায়কও হওয়া যায়। বংশানুক্রমে উত্তরাধিকারী হিসেবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করাও সম্ভব। কিন্তু উত্তরাধিকারী হিসেবে সেনাবাহিনীর প্রধান হওয়া যায় না। যখন-তখন যে কেউ সেনাপ্রধান হতে পারেন না। তার জন্য অনেক পরীক্ষা, অনেক যোগ্যতা, দক্ষতার পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হয়। আমি রাজনীতি করি। সারাদেশে আমার একটি সুসংগঠিত দল আছে। সংসদে আমার প্রতিনিধিত্ব আছে। আমার দলে বিশাল কর্মী বাহিনী আছে। লাখো-কোটি জনতার সমর্থন আছে আমার দলের প্রতি। আমার আমলের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি, সংস্কার দেশের মানুষ স্মরণ করে। আমার সভা-সমাবেশে মানুষের জোয়ার নামে। আমি কোন গণবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক নেতা নই। তাই রাজনীতিতে যারা কুয়োর ব্যাঙের মতো তাদের কথায় কিছু যায় আসে না। তবে অযথা চিৎকারে বিরক্তির উদ্রেক ঘটায় বলেই এটুকু কথা বলতে হল এবং এ প্রসঙ্গে এখানেই শেষ। যেহেতু যা সত্য তা একবারই বলা যথেষ্ট।

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ : *সাবেক রাষ্ট্রপতি*